তারিখ : 30 DEC 2012
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...১...

যুগান্তর

রাজধানীর নামি স্কুলগুলোতে রমরমা ভর্তিবাণিজ্য

মুশতাক আহমদ

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি বাণিজ্যের মহড়া শুরু হয়েছে। প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লাসে কোন কলোনি, প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন কোটার বাইরে মন্ত্রী, এমপি ও আমলাদের তদবিরের আড়ালে শুরু হয়েছে এই প্রক্রিয়া। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ভর্তি বাণিজ্যের ওই মহড়া বেশি হচ্ছে ঢাকার নামকরা স্কুলগুলোকে কেন্দ্র করে। ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে স্কুলগুলোর গভর্নিং বডির সদস্য, শিক্ষক, অভিভাবক নেতা, রাজনৈতিক নেতা, এমনকি আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীদের নামও শোনা যাচ্ছে। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এক্ষেত্রে সরকারপন্থী ও সরকারবিরোধী উভয় রাজনৈতিক দলের নেতারা একাট্টা। এরই অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্কুলের সংশ্লিষ্ট বেনিয়ারা তালিকা প্রণয়ন শুরু করেছেন।

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের অধ্যক্ষ ও কয়েকজন শিক্ষক জানিয়েছেন, গভর্নিং বডিসহ অধ্যক্ষরা মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর এবং শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশের সুযোগ নিয়ে থাকেন। ওই সব প্রতিষ্ঠান থেকে নানা সুপারিশে ভর্তি করাতে গিয়েই নিজেদের দুর্নীতি হালাল করে নেন স্কুল সংশ্লিষ্টরা। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা কোটি টাকার ভর্তি বাণিজ্য করে থাকেন। জানা গেছে, ভর্তির ক্ষেত্রে রাজধানীর আইডিয়াল, মনিপুর ও ভিকারুননিসায় কেবল প্রথম শ্রেণীতেই ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষের অফার রয়েছে একশ্রেণীর অভিভাবকের পক্ষ থেকে। ফলে কাঁচা টাকার নেশায় অনেকেই বুঁদ হয়ে আছেন।

গত কয়েকদিন সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, শিক্ষা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের টেবিলে দীর্ঘ হচ্ছে ভর্তির সুপারিশের তালিকা। সূত্র জানায়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ভর্তিবাণিজ্য : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

ভর্তিবাণিজ্য : স্কুলগুলোতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অ্যান্ড কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মাউশি পরিচালকের (মাধ্যমিক) কাছে সুপারিশ করে নামের তালিকা পাঠিয়েছেন কয়েকজন মন্ত্রী, এমপি এবং আমলা। এদের মধ্যে এক মন্ত্রীর এবং একটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির সুপারিশের তদবির রয়েছে তিনটি করে। ঢাকার এক এমপি সুপারিশ করেছেন দু'জনের জন্য। তা ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের ব্যক্তিরা পর্যন্ত সুপারিশ করেছেন। এব্যাপারে নাম প্রকাশ না করে মাউশির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, ভর্তি মৌসুম এলেই তদবির আর টেলিফোন আতংকে থাকেন তারা। এবারও একই অবস্থা চলছে। এই কর্মকর্তা আরও জানান, মূলত একারণেই কেবল রাজধানী নয়, সারাদেশের ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বিশেষ করে প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে দারুণ চাপ রয়েছে। যে কারণে তারা স্কুলে বাধ্য হয়ে সুপারিশ পাঠিয়ে থাকেন। আর তার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষক এবং পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তা ভর্তি বাণিজ্য করে থাকেন।

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল থেকে অভিভাবকরা কেউ টেলিফোনে আবার কেউ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অভিযোগ করেছেন, নামকরা বাংলা-মাধ্যমের স্কুলের বাইরে কিছু কিন্ডারগার্টেনেও ভর্তি বাণিজ্য চলছে। পুরান ঢাকার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স কিন্ডারগার্টেনে এবার ভর্তিতে লটারি করা হয়নি। টাকার বিনিময়ে সেখানে ভর্তি নিচ্ছে।

গত বছর রাজধানীর আইডিয়াল, ভিকারুননিসা, মনিপুরসহ বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে। এরমধ্যে কেবল আইডিয়াল স্কুলেই প্রথম শ্রেণীতে একদিনে ১ হাজার ৫৫০ জন অতিরিক্ত ভর্তি করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, গভর্নিং বডির তিন সদস্য, স্কুলের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক আবদুস সালাম খানসহ অন্য শিক্ষকরা ওই বাণিজ্যের হোতা ছিলেন। গভর্নিং বডির এই তিন সদস্যের অফিস ও বাসাবাড়ি, এক সদস্যের আত্মীয় পরিচয় দানকারী জনৈক আতিক, সালাম খানের ভাই আরেক আতিকের বাসায় শিক্ষার্থীদের ভর্তি করিয়ে ফরম স্কুলে জমা দেয়া হত। সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ) এব্যাপারে গত বছর যে তদন্ত করে, সেখানে পূর্ণাঙ্গ চিত্র বের হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত ভর্তি ১ হাজার ৫৫০ জনেরও বেশি বলে সূত্র জানায়। ওই সূত্র আরও জানায়, এবারও ওই একই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নামপ্রকাশ না করে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, গভর্নিং বডির প্রভাবশালী এক সদস্য ইতিমধ্যে ৫শ' জন ভর্তি দাবি করেছেন। বিএনপি ও আওয়ামী লীগপন্থী অন্য দু'জন সদস্য কতজন ভর্তি করবেন তা নিয়ে তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এগুলো ঘটছে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে। এর বাইরে অন্য শ্রেণীতে ভর্তি কোড পরিবর্তনের মাধ্যমে আরও অন্তত অর্ধশতাধিক করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এব্যাপারে কয়েকজন অভিভাবক জানান, তারা পরীক্ষার খাতা চ্যালেঞ্জের চিন্তাভাবনা করছেন।

লটারির বাইরে আরও ভর্তি করা হবে কিনা এমন এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শাহানআরা বেগম স্বীকার বা অস্বীকার কোনটিই করেননি। শনিবার বিকালে তিনি জানান, তিনি ভর্তি কমিটি বা পর্যবেক্ষণ কমিটির কোনটিরই সদস্য নন। ভর্তিতে অনিয়ম হয়েছে কিনা, তা যেমন তিনি বলতে পারবেন না, তেমনি আরও ভর্তি করা হবে কিনা, সেটাও বলতে পারবেন না। অতিরিক্ত ভর্তি করা হলে সেটা মন্ত্রণালয়ের তদারকি কমিটির সঙ্গে কথা বলে ভর্তি কমিটি নিশ্চিত করবে। তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না। তিনি কেবল গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন।

১৩ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভিকারুননিসা নূন স্কুলে বোন কোটা সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়। সেই কোটাকে শতভাগে উন্নীত করতে আন্দোলনে নামে অভিভাবক ফোরাম নামধারী একটি সংগঠন। ওই সংগঠনের নেতারা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের হুমকি পর্যন্ত দেন। বিষয়টি নিয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরির ঘটনাও ঘটে। পরে অবশ্য ওই সংগঠন স্কুলের বিরুদ্ধে ভর্তি বাণিজ্যের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপন করে। এতে তারা জানান, লটারির মাধ্যমে স্কুলে এক হাজার ৪৮৪ জন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির কথা থাকলেও এক হাজার ৭০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। অভিভাবকদের প্রশ্ন, বাকিদের কোন পথে ভর্তি করা হল। তাদের অভিযোগ কোটার নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তারা এবং অধ্যক্ষ কোটি টাকার বাণিজ্য করছেন। অন্যদিকে এর বাইরে স্কুলের আজিমপুর শাখায় কলোনি কোটায় ভুয়া পরিচয়েও শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। এমনি এক অভিযোগ গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা পড়েছে। এব্যাপারে অবশ্য ভিকারুননিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ মঞ্জুআরা বেগম বলেন, ভর্তি নিয়ে কোন ধরনের দুর্নীতি করার সুযোগ নেই। সবার সামনে প্রকাশ্যে লটারি হয়েছে। এসময় তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় নির্দেশিত বিভিন্ন কোটার বাইরে কোন ভর্তি এবার করা হয়নি।